আশুতোষ লাইব্রেরী
কলিকাতা : ঢাকা : এলাহাবাদ

প্রকাশিকা
চিত্রা দাস
৪ ডি নাসিরুদ্দিন রোড
কোলকাতা
প্রচ্ছদপট
জয়নুল আবেদীন
ব্লক নির্মাণ
মিত্র প্রোসেস্ ষ্টুডিও
১১৫ই ধর্মতলা ষ্ট্রীট
কোলকাতা
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
গয়া আর্ট প্রেস
৫০ সি কেশব সেন ষ্ট্রীট
কোলকাতা
বাঁধাই
মর্ডান বুক বাইণ্ডারস্
২১ রমানাথ নন্দী লেন
ঢাকা
মুদ্রাকর
মোহাম্মদ আবদুল খালেক
ছাপা
মালিক প্রেস
৭৩ লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা

দাম এক টাকা চার আনা

মা ও বাবাকে

গোড়ার কথা

'সার্বজনীন শোকসভা' সর্বপ্রথম অভিনীত হয় 'শোকসভা' নাম দিয়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে। সাফল্য লাভ করায় বইখানার অভিনয় আরোও তিনবার ঐ কেন্দ্র থেকেই করা হ'য়েছিল। এ ছাড়া, কলেজের ছেলেরাও অনুপ্রাণিত হ'য়ে বইখানার অভিনয় করেন। বেতারের জন্য প্রথম লেখা হ'লেও সাধারণ মঞ্চেও এর সাফাল্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য ক'রেছি। ইতিমধ্যে দু'চারজন বন্ধু-বান্ধব আমাকে বইয়ের আকারে নাটকখানা প্রকাশ ক'রতে অনুরোধ করেন। সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় ইতিমধ্যে কয়েকটি সংখ্যায় 'সার্বজনীন শোকসভা' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। তারপর উক্ত পত্রিকায় রচনাটি পড়ে আমাকে অনেকেই এই নাটকের গ্রন্থরূপ প্রকাশ করার জন্যে পত্রাদি লেখেন। প্রধানত তাঁদের অনুরোধেই বইখানি প্রকাশিত হ'লো।

'সার্বজনীন শোকসভা' নির্মল কৌতুক নাট্য, ইংরাজীতে যাকে Comedy of situation বলে অনেকটা সেই ধরনের রস সৃষ্টির দিকেই সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলুম। তবে কেউ-কেউ এ বইটিতে নিছক কৌতুক ছাড়াও হয়তো আরো কিছু আবিষ্কার করতে পারেন। আমাদের নিম্ন মধ্য-বিত্ত সমাজ-জীবনের একটা বিশেষ দিকও এতে প্রতিফলিত হ'য়েছে।

এই বইটি প্রকাশের ব্যাপারে যাঁদের সাহায্য নানা ভাবে পেয়েছি তাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। বিশেষভাবে আমি দু'জন লোককে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। বন্ধুবর সুকবি ও সাহিত্যিক কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত আমার বইটি আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন; তা ছাড়া প্রখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদীন বইটির প্রচ্ছদ এঁকে দেওয়ায় বইটির মূল্য অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করি।

সুশীল চন্দ্র দাস

৮ই অগ্রহায়ণ
১৩৫৬
৭।১-এ গোপাল নগর রোড
আলিপুর

যারা উপস্থিত

ম্যানেজার সাহেব	মিঃ জন	পিনাকী	জীবন
মিঃ ইদ্রিস্	প্রাণেশ	বড়বাবু	বিমান
মিঃ রয়	নকুল	রামশরণ	ডাক্তার
সাংবাদিক			

এবং

রত্না ও মিস্ সেন

সার্বজনীন শোকসভা

এক

[জীবন চৌধুরীর ভাড়াটে-বাড়ির অন্দরমহলের একাংশ। স্ত্রীর পরিধেয় মলিন ও ছিন্ন। রান্না নিয়ে ভোর রাত থেকে ব্যস্ত। ছেলেমেয়েগুলো উনোনে-চড়ানো রান্নার দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বসে আছে। ঘরে দুঃস্থ মধ্যবিত্ত পরিবারের উপযুক্ত তৈজসপত্র দেখা যাবে। উপরে শ্রীদুর্গার একখানা ফটো টাঙানো, তারই পাশে জীবনের প্রথম যৌবনের অধ্যবসায়-লব্ধ বি, এ ডিপ্লোমা বাঁধান অবস্থায় ফ্রেমে ঝুলচে। মেঝের সামান্য বিছানা গুটানো, কয়েকটা জামা-কাপড়-সায়া-ফ্রক একটা দড়িতে ঝুলচে। তার নিচে মেয়েদের একটা ট্রাংক। কাছেই সতরঞ্চির উপর দু'একখানা বই আর ভাংগা শ্লেট এলোমেলো ছড়ানো।]

রত্না

(খন্তা দিয়ে তরকারী নাড়বে) এখানে কি চাই তোদের? পড়াশুনো করবিনে, বাইরে থেকে বেড়িয়ে আয়।....মরণ হলে বাঁচি। ঘরেও সব বাড়ন্ত, কি ছাই রান্না হবে। কাক না ডাকতেই আবার অফিসের তাড়া পড়বে। (ছেলেমেয়েগুলো উনোনের আরো সামনে গিয়ে বসবে। পাখা নিয়ে রত্না কষে ওদের এক ঘা বসিয়ে দিলো।) বেরো।—

[ওরা হুড়মুড় করে দৌড়ে পালাবে। জীবনের খালি গা, কাঁধে লাল গামছা, গলায় পৈতা। নেপথ্য থেকে বলে আসবে, 'ওগো।' তারপর ভেতরে প্রবেশ।]

জীবন

(দ্রুত বলে যাবে হাঁপাতে-হাঁপাতে) ওগো দাও, দাও চট করে তেল একটু। (হাঃ হাঃ পাতলো) মাথাটায় জল দিয়ে আসি।

রত্না

(স্বামীর হাতের তেলোয় তেল ঢালবে অল্প খানিকটা) আর নেই শেষে আবার রান্নায় কম পড়বে।

জীবন

(হাসবার চেষ্টা ক'রে) খুব, খুব দিয়েছ, ওতেই হবে লক্ষ্মী। (হাতের তালু থেকে একটু নাকে, একটু কানে আর মাথায় দেবে। নাকে দেবার সংগে সংগে বলবে, 'আঃ'! জীবন চলে যাবে, রত্না রান্না নিয়ে ব্যস্ত। নেপথ্যে জীবন বলবে, 'শিগগির ক'রে খাবার জায়গা ক'রে দিতে হবে।' তারপর প্রবেশ করে দড়িতে টাঙানো আধা-ময়লা পাঞ্জাবীটা গায়ে পরবে।)

রত্না

(আশ্চর্য হ'য়ে) এরি মাঝে স্নান সারা হ'ল। কি নোঙরা! কখনো দেখলুম না ভালো ক'রে গায়ে জল ঢালতে!

জীবন

তোমার সুরুচি নিয়ে তুমি মরতে সময় পাবে। আমার কিন্তু মরবারও সময় নেই। যাকে বলে কিনা কেরাণীর

অফিসযাত্রা! কি দেবে দাও, চটপট ক'রে। অফিসযাত্রা না অগস্ত্যযাত্রা!

রম্ভা

মাসের ত্রিশ দিন স্নান হবে না, কোন্ দেবতা তোমায় নোঙরা হ'তে মন্ত্র দিয়েছে?

জীবন

কোথাকার দারভাংগার মহারাজ এসেছে তোমার স্বামী, যে স্নান করবে সারা সকাল ভরে'। রোববার বরং হবে সব ধোয়া-পোছা। (বিরক্ত হ'য়ে) হ'ল তোমার মুণ্ডু সেদ্ধ!

[জীবন নিজের হাতে টিনের থালা পাতবে; বাটি ক'রে জল নিয়ে, একটা কাগজ পেতে ঠাঁই ক'রবে। ছেলেমেয়েগুলো হঠাৎ সেখানে এসে বলতে থাকবে, 'আমরা খাবো।']

রম্ভা

এখানে কী?

জীবন

(রাগ ক'রে) ভাগ্ সব এখান থেকে।—(ওরা ভয়ে পালিয়ে যাবে) ছেলেমেয়ে না তো যেন পংগপাল। ওদের নামগুলোও মনে রাখতে পারিনে সব সময়। অথচ আমি-ই নাকি ওদের স্বনামধন্য পিতৃদেব!

রম্ভা

(গালে হাত দিয়ে চোখ ছানাবড়া করে তুলবে) ও-মা!—কথার ধরণধারণ দেখো। ছিঃ!—নিজের সন্তান চেনো না, হলো কি তোমার। পাগল হবে নাকি!—

জীবন

হ্যাঁ, একশ' বার হব। সময়ও পাইনে যে ভালো ক'রে ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি। এখন ছাইভস্ম যা সেদ্ধ করেছ দাও দেখি। অফিসের আর দেরী হ'লে চলছে না।

রত্না

(বিরক্তির সংগে সশব্দে কড়াইটা মাটিতে রেখে) পারব না আমি অতোশত ফাই-ফরমাস ক'রতে। কি এমন এনেছ রুই মাছ যে বড়-বড় কথা ? নাও আমার মাথা, খেয়ে নিশ্চিন্ত হও। (হাতা দিয়ে কড়াইটা সবেগে নাড়তে-নাড়তে) আমাকে কবে যে একেবারে শেষ ক'রে দেবে সে-কথাই জানতে চাই এবার !

জীবন

এখন সময় হবে না। অন্য কোনো রোববারে বোল, দেখা যাবে তখন চেষ্টা ক'রে। দশটাতে অফিস। নিশ্চয়ই আমার শ্বশুর মশাই হাজিরার খাতাটি খুলে বসে নেই, জামাই যতো খুশি লেট করে আসুক কুচ পরোয়া নেই।

রত্না

অফিস ফেরার বেলায় কি হয় ? রাত ক'রে ঘরে ফেরা হয় কেন শুনি ! তোমার কোন্ বোনের বাড়িতে অতো রাত্রি ধরে আড্ডা চলে।—

জীবন

(হাত ধুয়ে নিয়ে) সাহেব আর বড়কর্তা, তাঁরা হ'লেন অন্নদাতা ! যখন খুশি অফিসে আসবে, আর আমরা হলাম দাসের দাস ! একটু দেরী হ'লে আর রক্ষে নেই !

রত্না

(ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে) শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না কোনদিন। বল্‌তে ভয়টা কিসের—রাত অবধি কোথায় পড়ে থাক।—মেয়েদের অন্দরমহলে চাবিবন্দী করে রাখবো, অথচ নিজে যে চুলোয় খুশি যাইনা !—এই তো তোমাদের কীর্তি !

জীবন

(রাগ ক'রে) কি ? সন্দেহ ! আমার চরিত্রে দোষারোপ ! আঠারো বছরের চাকুরি জীবনে সাহেবের সাত-পুরুষের কেউ যা' বলতে সাহস না করেছে জীবন কেরাণীকে, আজ সে সুনাম তুচ্ছ মেয়ে মানুষের কাছে লোপ পেতে বসেছে। অমন স্ত্রী আমার ঘরে না থাকলে কি হয় !

রত্না

(বিচলিত হ'য়ে) তোমার মনে আঘাত দেবো ভেবে বলিনি ও-কথা।

জীবন

না, না, না। কোন্ শা' তোমার ভাত ছোঁয়।

[ভাতের থালা ঠেলে রাখতেই রত্না স্বামীর হাত ধরে ফেলবে। দু'জনার মাঝে বেশ কিছুটা সময় থালাটা নিয়ে টানাটানি চলবে।]

রত্না

ঘাট্ মানছি। আঃ! ছেলেমেয়েরা এসে পড়বে। কতো বচসা হয় স্বামী-স্ত্রীর। পাগলামো করো না। (হাত ধরে টানাটানি) আর কোন দিন যদি বলি—

জীবন

সন্দেহ-বাই থাকবে কেন! পুরুষগুলো রাত করে বাড়ি ফিরলে চরিত্রদোষ, মেয়েরা একা একা বাড়িতে থাকছে, স্বামীরা দরোজায় কুলুপ দিয়েছে কোন সময়?

রত্না

আমার রামের সামিল স্বামী, চরিত্রহীন হ'তে যাবে কেন!

জীবন

চুপ ক'রবে কিনা, বল? নয়তো বলছি আগুন জ্বলবে একেবারে!

রত্না

কোন দিন যদি আর বলি একথা তা হ'লে তখন দশ কথা শোনাতে পারবে। লক্ষ্মীটি, ভাতটা মেখে দেবো তোমার?

জীবন

না, না। আমার খাওয়া হবে না।

রত্না

(কান্নার সুরে) অবুঝের মতো একটা কথাই যদি বলে ফেলেছি, তুমি ক্ষমা করতে পারলে না! এতোই তোমার গলার কাঁটা হয়েছিলাম। (আঁচল দিয়ে চোখ মুছবে)

জীবন

(আহ্লাদ ক'রে) ছিঃ!—কাঁদতে নেই রত্না। লক্ষ্মী, মাণিক! অফিসের টাইমে, একটা বাস্ মিস্ করলে চাকুরিশুদ্ধ খতম, মূলশুদ্ধ উঠে আসবে! তুমি কি তাই চাও?

রত্না

সে হোক! বাড়া ভাত ফেলে উঠে চলে যেতে পারবে না। (জীবনের পায়ে নত হ'য়ে পড়বে)

জীবন

আহাঃ! আমার পায়ে পড়লে কি হবে? অফিসের মনিবের পায়ে পড়ে বলো গিয়ে একদিন! বলবে, ফি দিন আমার স্বামী আপনার অফিসে ব্যাগার খেটে কখন যে বাড়ি ফেরেন তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, বরং আরো একঘণ্টা পরে ছুটি দেবেন তাতেও আপত্তি নেই তাঁর স্ত্রীর। কিন্তু অন্ততঃ ওঁর সেদ্ধ ভাত গলায় গুঁজে দেবার মতো টাইমটা সকালের দিকে ওঁকে দেবেন দয়া করে। (বিপুল হাস্য)

রত্না

(আচ্ছন্ন গলায়) সে হবে 'খন। তুমি এখন ভাত ক'টি মুখে দাও।

জীবন

পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য। ভাতক'টি সরিয়ে রাখ, দুপুরে তুমিই না হয় খেয়ো, তাতে আমি খুশি হবো সত্যিকারের।

[রত্নার গালে বাঁ হাত দিয়ে একটা টোকা দিয়ে উঠে পড়বে। রত্নার মুখেচোখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। হাত ধোবার জলের মগ হাতে দিলে জীবন বাইরে যাবে, তারপর পুনরায় ভেতরে এলে রত্না স্বামীর মুখে একটা পান গুঁজে দিয়ে পানের ডিবে পকেটে ভরে দেবে।]

জীবন

আমার ফিরতে দেরী হবে। রাতও হ'তে পারে কিছু। তুমি খামাকা আমার জন্যে রাত অবধি বসে' না থেকে খেয়ে নিও বরং।

রত্না

(চাদরটা স্বামীর কাঁধে ঝুলিয়ে দেবে) আচ্ছা, সে হবে'খন। (গভীর নিঃশ্বাস ফেলবে)

জীবন

ছেলেমেয়েগুলোকে একটু নিয়ে বসো অবসর পেলে। পড়াশোনা একটু না হ'লে ওরা সব ক'টাই লক্ষ্মীছাড়া হবে। রোববার ছাড়া আমার নিজের পড়ানো অসম্ভব। (দুর্গার ফটো প্রণাম করতে গিয়ে বি, এ ডিপ্লোমা বাঁধানো আয়নায় মাথা ঠুকবে।) ধুত্তর, এ-আবার কোথায় গিয়ে Bachelor of Arts এ কপাল ঠুকছি! হঠাৎ এ ভুল কেন! (এবার দুর্গার ফটোতে প্রণাম ক'রবার সংগে সংগে বাইরে একজন হাঁচি দেবে।) ভাড়াটের নিকুচি ক'রেছে—। (রাগ ক'রে) হাঁচি দেবার সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে! —রোববার যত ইচ্ছে হাঁচবে ধন। অফিস লেট হলাম। গিয়ে আরো কোন্ দুর্ঘটনা দেখব ঘটেছে, কে জানে! সাধে কি বলে, সাত

ভাড়াটের বাড়িতে থাকতে নেই। তা ছাড়া, কেরাণীর কাছে যে হাঁচির বাধা সে যে অত্যন্ত মারাত্মক। কথায় বলে—

হাঁচির মতো বাধা আর অন্য কিছু নাই,
যাত্রাকালে পড়ে যদি মেনে চলো ভাই।

রত্না

তবে একটু বসেই যাও।

জীবন

তুমি আবার পিছু ডাকছ! (আবৃত্তির ভংগিতে) যাবার বেলায় পিছু ডাকে!

রত্না

কৈ, না তো!

[জীবন রত্নার গাল আলগোছে স্পর্শ ক'রে দুর্গা প্রণাম ক'রে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে পড়বে। রত্না সজল চোখে স্বামীর দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে।]

দুই

[কোন সহরের সওদাগরী অফিস। আলমিরা, চেয়ার, টেবিল, আসবাব দিয়ে ঘরটি সুসজ্জিত। বড়বাবুর বসবার জায়গা এক কোণে; তার পাশেই ম্যানেজারের কামরার অংশবিশেষ দেখা যাবে। কেরাণীরা কর্মব্যস্ত।]

বিমান।

(দেয়ালের ঘড়িটা দেখে নিয়ে) দাদা, শুনছেন? দুর্গা নাম লেখা হ'লো আপনার?

জীবন

না তো, এখোনো লেখা হয়নি।

বিমান

বড়বাবু যখন আসেন নি, তাড়াতাড়ি নেই কোন।

জীবন

হেঁ হেঁ হেঁ। বড়বাবু absent আছেন বলে' কাজে ফাঁকি দেয়া আমার দ্বারা হবে না। হেঁ হেঁ হেঁ। অফিসের কাজ শুরু ক'রবার আগে মা শ্রীদুর্গাকে স্মরণ করাটাই আমার অভ্যেস।

বিমান

কতো বছর চাকুরি হ'ল জীবনদা, আপনার?

জীবন

মার আশীর্বাদে বছর আঠারো-কুড়ি হবে আর কি!
(জীবন দু'টী হাত তুলে মাথায় ঠেকালে)

বিমান

বড়বাবুর ওপর অবিচার করা হ'ল দাদা। ওঁকেই সবার আগে স্মরণ করা উচিত নয় কি? ওঁর সুনজরে পড়েছিলেন বলেই তো খেয়েপরে শরীরটা রক্ষা ক'রতে পেরেছেন।

জীবন।

তা অবশ্যি সত্যি। আমার শরীরের দৈর্ঘ-প্রস্থের দিকে তাকালেই প্রমাণ হবে সে-কথা। বুকখানা হাতের মুঠোয় ধরা যায় মশাই। লোহা খেয়ে হজম ক'রেছি একদিন। এখন ছটাক চালের ভাত যদি জুটল, সে হজম ক'রতে হোমিওপ্যাথি Nux Thirtyর স্মরণাপন্ন হ'তে হয়!

বিমান

কাজের স্তূপ ঠেলতে-ঠেলতে শরীরের যন্ত্রগুলো বিকল হয়ে পড়েছে।

জীবন

সে-যন্ত্রগুলো রক্ষা ক'রতে হ'লে টাকা খরচা হবেই, কোম্পানী কি কিছু দিচ্ছে?

বিমান

(হাই তোলার পর তুড়ি দিয়ে) নচ্ছার, যাকে বলে সাক্ষাৎ কশাই মশাই। আমরাও হ'য়েছি মশাই চিড়েখানার জীব সব।

জীবন

Tut. Tut. (কানে হাত দিয়ে) রাজনীতির কথা উচ্চারণ ক'রবেন না। কেরাণী আমরা, আমাদের সম্বল রাজনীতি নয়, তোষামোদ নীতি। তোষামোদ নীতির জয় হ'ক। শ্রীদুর্গা! শ্রীদুর্গা!

বিমান

আসলে আমাদের মেরুদণ্ডটাই ভেংগে গেছে। জবুথবু যতো কেরাণীর দল। এই অফিসে আসার পর থেকেই দেখছি—

জীবন

সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। কাঁধ গিয়ে একেবারে কোমরে ঢুকেছে। বিমানবাবু, আপনি হালে এসেছেন কিনা, গায়ের চর্বি কমলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তখনই হবেন যাকে বলে কিনা যথার্থ কেরাণী।

বিমান

ছোঃ! রেখে দিন! আমি কিন্তু ব্যতিক্রম হ'য়েই থাকবো।

জীবন

আঠারো বছর চাকুরীর জীবনে ম্যানেজার সাহেবের চোখা-চোখি হ'য়ে কথা বলব, সে সাহস আজো হ'ল না। যাকগে, দুর্গা নাম লেখাটা এখন সেরে ফেলি। (খাতার দুর্গা নাম লিখবে)

বিমান

(তুড়ি দিয়ে হাই তুলে) ঘুমোলাম। বড়বাবু এসে পড়লে তুলে দেবেন।

(জীবন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে। নাম লেখা শেষ হ'লে খাতা মাথায় ছোঁবে। পরে ওটা টেবিলের ড্রয়ারে তুলে রাখবে।)

জীবন

(দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) এগারোটা! (ঘড়ি বাজার শব্দ) প্রাণেশবাবু যে! আপনি না ছুটিতে আছেন! তবে আবার আজ অফিসে দেখছি যে!

(প্রাণেশ একেবারে হল ঘরটায় উপস্থিত হয়েছে।)

প্রাণেশ

আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু ঘুরে গেলাম। এতোদিনের অভ্যেসটা, রাতারাতি কাটিয়ে উঠতে পারছিনে।

জীবন

ডাক্তার আপনাকে কমপ্লিট রেষ্ট নিতে বলেছেন, আর আপনি—

প্রাণেশ

ডাক্তার তো মশাই লিখে দিয়েই খালাস। এদিকে মশাই, অফিসের ফাইল ক'টার চেহারা—একবার ক'রে যদি দেখে না গেলাম তো আমার কিচ্ছু হজম হ'তে চায় না মোটে!

জীবন

শ্রীদুর্গার কৃপা। হেঁ হেঁ হেঁ।

প্রাণেশ

দাঁড়াতে পারছিনে। সিঁড়ি ভেংগে উঠেছি—হার্টটা কেমন যেন—অথচ না এসেও পারলুম না।

জীবন

সোজা, সোজা বাড়ির পথ নিন।—অফিসের সময় হ'য়েছে। এখানে এখন অনর্থ ঘটলে চাকুরি বাঁচান দায় হবে।

প্রাণেশ

আজ্ঞে, সে জানি। আপনি বলার আগেই যেতাম।

[প্রস্থান

('পটোল' 'পটোল' বলে চীৎকার ক'রে নকুলের দ্রুত প্রবেশ।)

পিনাকী

পটোল!

সকলে

কোথায়, শেলদা মার্কেট!

নকুল

নিমতলা।—

সকলে

কতো সের?

নকুল

সের কি হবে, তুলেছে। (হাতে তুড়ি দিয়ে) বড়বাবু পটোল তুলেছেন। এইবার চটপট দরখাস্তটা লিখে ফেলুন দাদা, ...টিটা যাতে ক'রে এক্ষুণি পেয়ে যাই।

পিনাকী

(উচ্চস্বরে) বড়বাবু মরেছেন, নকুলে ?

সকলে

এঁ্যা, বড়বাবু মরেছেন ! (চেয়ার ঠেলে উঠে সকলে এগিয়ে আসবে ।) আমাদের বড়বাবু মরেছেন ?

নকুল

মরেননি শুধু, তা বোধ হয় এতক্ষণ সগ্যের সিঁড়ি ভাঙছেন ।

জীবন

শুভ ঘটনাটা কবে ঘটলো ! হঠাৎ এ রকম সংবাদ—

নকুল

আজ্ঞে, সে-কথা আর বলতে । ঘটনাটা ঘটেছে যাকে বলে রজনীর শেষ যামে, সূর্যোদয়ের সংগে সংগে কান্নাকাটি পড়ে গেছে বাড়িতে ওঁর । শিগগির একটা দরখাস্ত তৈরী করুন আজ । হ্যাঁ, আমাদের স্মরণ ক'রবার মতো একটা দিনই বটে, যাই বলুন না কেন, জীবনদা !

সকলে

বাপস্ ! মরে বাঁচিয়েছেন, কি বলেন দাদা ? গুণতির হাড় বজ্জাত একটা কমলো ।

জীবন

তা কমলো । কিন্তু এটা ভুলবেন না যে দেয়ালেরও কান আছে । যদি ম্যানেজার সাহেবের কানে লাগিয়ে

দেয় কেউ, টানা-হ্যাঁচড়া আরম্ভ হবে এরপর। তাছাড়া, বড়বাবু যখন গত হ'য়েছেন তখন তার সংগে ঝগড়ার দরকার কি। কথায় বলে Man wars not with the dead অর্থাৎ কিনা, মৃতের সংগে মানুষ বিবাদ করে না।

সকলে

কি যে বলেন! ম্যানেজারকে আবার এই সময়েও ভয় ক'রতে হবে? সবাই একগাট্টা হ'য়ে থাকলে অতো ভয় কিসের, দাদা! (হট্টগোল)

পিনাকী

চুপ করুন আপনারা। জীবনদা, আপনিই এখানে একমাত্র উপযুক্ত লোক। আপনাকেই করুণ রস ঢেলে একটা দরখাস্ত দাঁড় করাতে হবে কিন্তু।

জীবন

Over and above, holiday must end in "সার্বজনীন শোকসভা।" কি বলেন আপনারা?

সকলে

সেটা কেমন, দাদা! সার্বজনীন—

জীবন

সার্বজনীন শোকসভা meaning, all community, all class যোগ দেবে এতে। কোনো ভেদাভেদ রাখবো না।

পিনাকী

মাইরি, আপনি একজন সত্যিকারের প্রগতিপন্থী জীবনদা। আচ্ছা জীবনদা, আমাদের এই শোক-সভায় মহিলারা থাকবেন তো ?

জীবন

নিশ্চয়ই। সে-আর বলতে। আমাদের অফিস ষ্টাফের অরুণা দেবী আজ অবশ্য absent. মিস্ সেন এসেছেন। নকুল, ওঁকে ডেকে নিয়ে এসো।

পিনাকী

বলবি, জীবনদা ডেকেছেন। শিগগির

সকলে

এটমের যুগ, কেঁচোর মতো গতি হ'লে তো আর চলবে না

নকুল

এই যাচ্ছি।

[প্রস্থান

জীবন

একজন কাষ্ট হিন্দু, meaning বর্ণ হিন্দু, অনুন্নত সম্প্রদায়ের একজন, একজন মুসলমান, one Christian, হিন্দুস্থানী এক— আপাতত ও নিতেই হবে। প্রাদেশিকতার প্রশ্ন উঠবে নাহলে। ওঁরা বড়বাবুর সম্বন্ধে বলবেন সবাই।

সকলে

মাইরি! চমৎকার! হাতে বাঁধতে কালো ফিতের দরকার হবে—রাজা যেবার মরেছিলেন—

পিনাকী

রামবিষ্টু! ও বাঁধে খৃষ্টানরা। আমার নামটা বর্ণহিন্দুর তালিকায় লিখে নেবেন জীবনদা। পিনাকী চট্টো। স্বরচিত কবিতা থাকবে। মন্দ হবে না নেহাৎ। বলে রাখা ভাল, স্কুলের হাতে-লেখা কাগজে ঢের-ঢের কবিতা আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল আমার। গাঁয়ের স্বদেশী সভায়, "জেলের কবাট ভাঙ্‌তে হবে", "রাজবন্দীর মুক্তি চাই" এই ধরণের আরো কতো গানই না এক সময়ে লিখেছিলুম! পিনাকী চট্টোর সে-সব গান শুনতে পাঁচ গাঁয়ের লোক ভেংগে পড়ত। কি বলবো দাদা, সে একদিন ছিল!

জীবন

বটে! তাহ'লে আপনি দেখছি যে-সে লোক নন! তাহ'লে সময়োচিত কবিতা একটা তৈরী করুন এবার।

পিনাকী

চেষ্টা ক'রে লিখলে কবিতা যাকে বলি ঠিক-ঠিক সে হয় না। বুঝতে পারছেন দাদা, মিলের কবিতা সময় হ'লে ভেতর থেকে আপনি গজ-গজ ক'রে বেরিয়ে আসে। দস্যু বাল্মীকির কথাটা স্মরণ করুন একবার।

সার্বজনীন শোকসভা

(নকুল ও মিস্ সেনের প্রবেশ)

নকুল

মিস্ সেন এসেছেন জীবনদা। আপনি না কি বলবেন বলেছিলেন—

জীবন

চেয়ার—একটা চেয়ার কেউ এগিয়ে দিন তো।

মিস্ সেন

ধন্যবাদ! আমার জন্যে কষ্ট ক'রবেন না।

জীবন

শুনেছেন, বড়বাবুর গঙ্গালাভ হয়েছে সার্বজনীন শোকসভায় একজন female রাখতে হচ্ছে। আপনার নামটা সবাই propose ক'রেছেন। অরুণা দেবী যখন অনুপস্থিত তখন আপনাকেই সভায় কিছু—

সকলে

নিশ্চয়! নিশ্চয়! আমাদের মত দিচ্ছি একযোগে।

পিনাকী

এখানে একটু যোগ দিন। পিনাকী চট্টো নিজের তরফ থেকে পৃথকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছেন। A special request.

মিস্ সেন

ইস্! আমায় ক্ষমা করুন। কারো সামনে বলতে বুকে কাঁপুনি আসবে। সভায় কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সকলে

সে হয় না। ও কিছুতেই চলবে না। বলতেই হবে।

পিনাকী

এখানে একটা কথা যোগ ক'রে দিন। ব্যক্তিগতভাবে আমি কুমারী সেনের নিকট ক্ষমা চাইছি। প্রাণের বিনিময় ক'রতে রাজী, মানে জীবন বিসর্জনে কুণ্ঠিত নই—কিন্তু আপনার মতবাদ মানতে পারিনে!—

জীবন

হ্যাঁ! বিশেষ ক'রে আজকের প্রস্তাবিত সভায় স্ত্রীলোকের acute deficit--meaning ঘাটতি রয়েছে যেক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে এ-ধরণের lame excuse শুনতে রাজী হবে না কেউ!

নকুল

(চীৎকার ক'রে) ওঁকে ছাড়া যায় না, জীবনদা!

জীবন

Silence please, brothers! এটা অফিস, জামখানার ময়দান নয়।

পিনাকী

গোল করিসনে নকলে। একটু চুপ ক'রে থাক। কাজের কথা হোক এবার। তাহ'লে মিস্ সেন আপনি—

মিস্ সেন

"মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি" কবির সেই গানটা বরং চেষ্টা ক'রে দেখব।

সকলে

অভিনব! জীবতু দাদা। বড়বাবু ভাগ্যবান ছিলেন। শত ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্ সেন!

(হট্টগোল, চীৎকার, শিস দেবার শব্দ)

জীবন

আপনি আমাদের মুখ উজ্জ্বল ক'রবেন মিস্ সেন।

পিনাকী

কুমারী সেন, পিনাকী চট্টোর অভিনন্দনের ডালি নিন।

মিস্ সেন

আপনাকে ধন্যবাদ, মিঃ চট্টো। বরাবর বড্ড দুর্বল আমি। সভাটা শেষ পর্যন্ত আমার জন্যে মাঠে মারা যেতে না বসে। বড্ড ভয় ক'রছে আমার!

জীবন

Our aim to meet is to glorify the dead. উত্তরে যাবেন আপনি, মিস্ সেন। এখন আপনি যা বলতে চান—

সকলে

মহিলাদের ওপর আইনের খাঁড়া ওঠাবেন না দাদা! শ্রীমতি সেন তাঁর নিজের ইচ্ছানুযায়ী যা হয় বলতে পারবেন।

পিনাকী

স্বাধীনতা ওঁকে দিতেই হবে এই আমার প্রস্তাব। অমত থাকলে বলুন আপনারা। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতায়—

সকলে

আমরা একমত। কেউ হস্তক্ষেপ ক'রবো না!

জীবন

নিশ্চয়! মিঃ ইদ্রিস্! Here you are!

মিঃ ইদ্রিস্

আজ্ঞে! আমাকে কি কিছু বলছেন?

জীবন

I suggest the name of Mr. Idris to take some part in this function. আপনি নাবছেন তো?

মিঃ ইদ্রিস্

ওরে বাপস্! মাফ্ করুন। শুধু শুধু জড়াবেন না আমাকে, দাদা। নেহাৎ গোবেচারি আমি। ম্যানেজার সাহেব অমনিতে বলেন, আমার দ্বারা কস্মিনকালে কিছু হবে না। তারপর এখানে আনাড়ি প্রমাণ হ'লে চাকুরিটাও শেষ পর্যন্ত খোয়া যাবে।

সকলে

কক্ষনো নয়! আমরা সবাই রয়েছি আপনার পেছনে।

জীবন

All community সভা ডাকা হচ্ছে। আমার কোন হাত নেই। আপনার না থাকলে চলছে না।

মিঃ ইদ্রিস্

ওঃ ! (দীর্ঘশ্বাস ফেলবে) পিনাকীবাবু, যা হ'ক পরামর্শ দিন কি ক'রব। মৌখিক বক্তৃতা আমি কিন্তু পারবো না।

পিনাকী

আপনার বক্তব্য যা থাকে লিখে নেবেন কাগজে। প্রবন্ধ পাঠে আপত্তির কি আছে! দু'চারবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে খাতা দেখে ঝেড়ে বলবেন। শক্ত আর কি তেমন!

নকুল

রামশরণ? আমাদের অফিসের দরোয়ান রামশরণ আমাদের সভায় থাকবে না?

রামশরণ

হামকো মাফ্ কি জিয়ে। অওরবাবু লোক হ্যাঁয়।

জীবন

জরুর বলনে পড়েগা তোমকো। বলো, বড়াবাবু এ্যাঁয়সা এ্যাঁয়সা ভালা আদমি রহে। সবকইকো সাথ্ মহব্বত থা বহুৎ পিয়ার করা রহে সব কইকো।

রামশরণ

আচ্ছা, হো জায়েগা। আভি মালুম হোতা, কুছ্ বলনে সাকেগা হাম্ ভি।

সকলে

অনবদ্য! এবারে মিঃ জনের পালা, জীবনদা! He belongs to the Christian community

জীবন

Mr. John, you must speak something.

মিঃ জন

Then I must speak in English. Will that do ?

জীবন

আজ ইংরেজী নয় মিঃ জন। আপনি কোন রকমে বাংলায় চালিয়ে যাবেন। This is a galla day and it is our national meeting. Everybody must speak in Bengali. Of course, at my own risk, I may recommend at least Hindi or Urdu in your case only. মিঃ রয় কোথায় ? উনি কি আসেন নি ?

নকুল

এখনো তো দেখা যাচ্ছে না, বোধ হয় আসেন নি।

সকলে

ম্যানেজার সাহেব এসে গেছেন।

ধীরে হট্টগোল চলবে, নানারকম ফিসফাস আওয়াজ)

জীবন

প্রথমে ধীরে বলবে) আনন্দ ক'রবেন না। সুযোগ এই—সার্বজনীন শোকসভা ক'রে সাহেবকে convince করাবেন, বড়বাবু আপনাদের নামে খামোকা ক'রে বলতেন। আপনারা শোক ক'রছেন মানেই মনে-প্রাণে hundred per cent নির্দোষ আপনারা

পিনাকী

চোখে জল আসছে না দাদা। বেটা কম কেউকেটা আর ছিল না! যা জ্বালিয়েছে! মনটাকে তৈরী ক'রতে সময় লাগবে।

জীবন

চলুন সবাই মিলে সাহেবকে বলে ছুটির একটা হিল্লে করি।

সকলে

ওঁকে কুমারী সেন বরং বলবেন, আমরা সবাই শোকসন্তপ্ত।

পিনাকী

অত্যন্ত, খুব বেশি, সেটা বলতে ভুলবেন না।

মিস্ সেন

আমার কেমন যেন লজ্জা হচ্ছে।

পিনাকী

বোঝেন না কেন, বেফাস্ কিছু বলে' সব পণ্ড ক'রব আমরা। নারীর সহিষ্ণুতার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া গেছে। জিভটাকে সংযত ক'রে আপনিই যা হয় দু'চার কথা বলতে পারবেন। খনা নাম ক'রলো তার বচনের জন্যে, জানেন তো?

জীবন

দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ! চলুন, সবাই একযোগে approach ক'রছি। United we stand.

[অধিকাংশ কেরাণী ম্যানেজার সাহেবের চেম্বারের নিকটে হাজির হ'ল, একটু কম সাহসী কেউ এদিক সেদিক ছিটকিয়ে রইল।]

সকলে

Good morning, Sir.

সাহেব

Yes, morning. Anything to say ?

জীবন

বলছি স্তর ! মিস্ সেন বলুন।

মিস্ সেন

বড়বাবু আমাদের সকলের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন আজ।

সাহেব

What do you mean?

জীবন

He is dead, Sir !

সাহেব

What ! Death without any summons ! All absurdities !

জীবন

অদৃষ্টে তেমন লেখা থাকলে—

সাহেব

What ! মৃত্যু অতো cheap ! কবি বেঁচে থাকতেই তো লিখেছিলেন, মরণরে তুহুঁ মোর শ্যাম সমান। কি হ'ল, শ্যামরায়

এসেছেন কবির কাছে? Heaven's gate was not open then. যতোসব bogus news নিয়ে মাতামাতি ক'রছেন, যার কোনই meaning হয় না! সময় না হ'লে যমরাজকে হাজারবার ডাকলেও মৃত্যু হয় না মানুষের। Death won't come if it not a timely death! এই তো আমি ডাকছি যমরাজকে—বলছি, Oh! King of Death, আমি আপনাকে করযোড়ে welcome জানাচ্ছি, আপনার ওখানে যেতে আমার great desire, যাকে বলে উগ্র বাসনা। তাতেই কি আমি মরলাম? All absurdities—

জীবন

ভাগ্যে যদি লেখাই থাকে—

সাহেব

What is a proven truth! Medical scienceটাকে আপনার শাস্ত্র উল্টে দেবে—all absurdities. প্রথমে রোগ হবে এই নিয়ম, ডাক্তার আসবে, prescription হবে, visit fee নেবে, ওষুধপথ্য খাবে রোগী, রোগ নিরাময় ক'রবার চেষ্টা চলবে, সম্ভব সমস্ত চেষ্টা fail ক'রলেই মরার প্রশ্ন উঠতে পারে—নিদেন পক্ষে এক হপ্তার টাইম দিতেই হবে রোগীকে!

মিস্ সেন

আমার এক আত্মীয় স্তর, ছেলে-পিলে বৌ-এর সংগে কথা বলতে-বলতে চায়ের টেবিলে মারা গেলেন!

সাহেব

Funny! effect without cause. কারণ নেই,—অমনি অমনি! All absurdities. (ফোনের রিসিভার হাতে নিয়ে) ডাবল টু নট্। Yes, ডাবল টু নট্। রায়বাহাদুর মিঃ ডাট্ speaking! নমস্কার। হ্যাঁ, হ্যাঁ! একটা খবর জানা প্রয়োজন, তাই একটু trouble দিচ্ছি। আপনার opposite number 7/ —ও বাড়িটায় রণধীরবাবু আছেন। ও'র বাড়ির কোন দুঃসংবাদ আছে? আজ্ঞে, ঘটেছে!—মারা গেছেন! কখন? ভোরে বলছেন। শুনুন। বয়স কতো হবে ও'র? পঞ্চাশের কাছাকাছি? হ্যাঁ, about fifty. হ্যাঁ, prematured death বলা যায়। Really shocking news! হ্যাঁ, ভাল আছি কতকটা। আচ্ছা, চেষ্টা ক'রব। হ্যাঁ, হ্যাঁ! হাঃ হাঃ হাঃ! মিনিকে নিয়ে একদিন সময় ক'রে আসবেন। নিশ্চয়! নমস্কার। হাঃ হাঃ হাঃ! (রিসিভার রাখলেন।)

মিস্ সেন

দেখলেন স্যর, খবরটা সত্যি হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়!

সাহেব

Really shocking news. মানুষ এভাবে মরে! All absurdities are then true, মিস্ সেন! এখন তাহ'লে আমাদের—

মিস্ সেন

হ্যাঁ, কর্তব্য আছে বই কি! ও'কে স্মরণ ক'রে শোকসভা ক'রব।

জীবন

All community—সার্বজনীন। কি বলেন মিস্ সেন ?

মিস্ সেন

হ্যাঁ সার্বজনীন শোকসভা। (সাহেবকে) আপনাকেও কিন্তু থাকতে হবে।

জীবন

আপনি President হবেন স্তর।

পিনাকী

আমরাও সেই সাব্যস্ত ক'রেছি। একেবারে জমজমাট হবে তাহ'লে ! মিস্ সেনও থাকবেন আমাদের সংগে।

সাহেব

অফিস closed, শিগগির শিগগির করুন। I am in a hurry—

পিনাকী

আমাদের সব-ই ঠিক আছে স্তর।

জীবন

হ্যাঁ স্তর, everything ready. আপনি দয়া ক'রে এলেই—

সাহেব

আয়োজন করুন, আমি আসছি।

জীবন

চলুন আপনারা সবাই। গিয়ে ওদিকটা ঠিক ক'রে ফেলি।

তিন

[হলঘর। জীবন ও তাঁর বন্ধুরা শোকসভার প্রাথমিক আয়োজনে ব্যস্ত। হলঘরের একপাশে পাশাপাশি দু'টি আলমিরা ও তারই উল্টোদিকে বড়বাবুর বসবার চেয়ার দেখা যাবে।]

পিনাকী

চেয়ারগুলো সামনের দিকে দিন।

(চেয়ার স্থানান্তর ও কোলাহল)

জীবন

বড্ড গোল হচ্ছে। Discipline first। প্রোগ্রামটা সুস্থিরে ক'রতে দিন।

পিনাকী

কি বলেন দাদা, সভাপতির বসবার জায়গা এখানে হবে? কামরা থেকে ম্যানেজার সাহেবের কুরশী নিয়ে এসো রামশরণ। জীবনদা, সাংবাদিকের জায়গা একটা অন্তত রাখতে হচ্ছে। মরার গন্ধ পেয়ে গেছে এতোক্ষণে—

জীবন

সত্যি!—ওদের জন্যে জায়গার বন্দোবস্ত ক'রতে হয় তা'হলে।

পিনাকী

তবে বললাম কি দাদা, সাংবাদিকের দল পিঁপড়ের মতো এখনই নেমে এল বলে।

সকলে

ম্যানেজার সাহেব আসছেন—ওঁর বসবার জায়গাটী—

পিনাকী

একটা চেয়ার আনতে একঘণ্টা কাটলো ! একটা যেমন তেমন বসিয়ে দাও এখন ।

(ম্যানেজার সাহেব প্রবেশ ক'রলেন ।)

জীবন

আসুন স্যর । আমরা সব আপনার জন্যেই অপেক্ষা ক'রছি ।

সাহেব

Every thing O. K ?

জীবন

হ্যাঁ স্যর ! এই যে প্রোগ্রাম । (হাতে প্রোগ্রাম দিবে ।)

সাহেব

(দেখে বলবেন) It is a noble move on your part, সবার মেলবার common platform হ'লো আজকের এই সভা ।

জীবন

হ্যাঁ স্যর ! আজ স্বাধীন দেশে সর্বমানবের থাকবে সমান অধিকার । প্রত্যেক জাতি তার বৈশিষ্ট্য, তার ঐতিহ্য রক্ষা ক'রে চলবে ।

সাহেব

That is, what you mean is tolerance. তা হ'লে, এখন সভার কাজ আরম্ভ হচ্ছে। মিস্ সেন প্রথমে আপনাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি গান শোনাবেন। গানের প্রথম লাইনটি হ'ল "মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি।" মিস. সেন আপনি তাহ'লে—।

(গানের সুরের অনুকরণে প্রথমে যন্ত্রসংগীত, মিস সেনের বক্তৃতার সংগে ধীরে ধীরে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে।)

মিস্ সেন

মাননীয় সভাপতি, সহকর্ম্মী বন্ধুগণ! আজকের সার্বজনীন শোকসভার প্রারম্ভে গান গাইব বলে আমি প্রতিশ্রুতি দি আমাদের সাহেব, মানে সভাপতি মহোদয়, প্রোগ্রাম মত আমাকে সেভাবে আদেশ ক'রেছেন। সে আমি শিরোধার্য ক'রে নিতে পারলুম না। দুঃখিত সে-জন্যে।

সকলে

এখন সে হয় না, কুমারী সেন। আপনাকে গাইতেই হবে!

(হট্টগোল চলতে থাকলে রিপোর্টার প্রবেশ ক'রবেন। পিনাকী এগিয়ে ওঁকে সম্ভাষণ জানিয়ে ওঁর নির্দিষ্ট সিটে বসিয়ে দেবে। রিপোর্টারের কাছে ear-phone থাকবে। তিনি মাঝে মাঝে সেটা সম্মুখে পাশে নেড়ে রিপোর্ট লিখবেন।)

জীবন

Order, order. Silence requested !

মিস সেন

নিরুৎসাহ হবেন না। বড়বাবুর অমরত্ব, তাঁর কর্মমুখীন কর্মজীবন থেকে প্রমাণ ক'রব। গানের ভেতর দিয়ে ভাবকে শুধু দেখালেই যথেষ্ট হবে না।

জীবন ও পিনাকী

Silence please. চুপ করুন আপনারা। এবারে আরম্ভ করুন মিস্ সেন।

মিস্ সেন

বড়বাবু মরেন নি।

জীবন

তারমানে ?

নকুল

অসম্ভব ! আমার কান-চোখকে অবিশ্বাস ক'রতে পারিনে। নিজ কানে শুনে এলুম

মিস্ সেন

মহৎ ব্যক্তিরা কোনদিন মরেন না, নকুলবাবু। ওঁদের শুধু দেহটারই পরিবর্তন দেখি।

জীবন

Learned speech, hear, hear ! আমি ভাবছিলুম কি জানি—

মিস্ সেন

ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল কোথাও আমরা তার ব্যতিক্রম দেখবো না। মানুষ মরে, তার মানে, তার আত্মার রূপান্তর ঘটে।

(সকলের হাততালি)

সাহেব

Order. No clap. আপনারা শোকসভা ক'রছেন। সাধারণ রীতিটাও অনেকে জানেন না দেখছি!

জীবন

We regret Sir, for our total ignorance! অর্থাৎ, সবাই শোকসন্তপ্ত, স্তব্ধ। শোক সভার রীতি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি! তাছাড়া, এমন একটা দিন!

সাহেব

বলুন, মিস্ সেন। You just proceed with your speech.

মিস্ সেন

হ্যাঁ, কি বলছিলুম যেন? আত্মা অমর অবিনশ্বর। কীর্তি যস্য স জীবতি। বড়বাবু আমাদের জন্যে কি ভালই না ক'রেছেন। উনিই কি বছর সাহেবকে, মানে প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে, বলে-কয়ে কর্মচারীদের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

জীবন

Certainly. আমরা সবাই সে-কথা হলপ ক'রে বলতে পারি। বড়বাবুর আদর্শ যে কোন বড় মানুষেরই আদর্শ হওয়া উচিত!

মিস্ সেন

হ্যাঁ, বড়বাবু সত্যি বড় ছিলেন। আমি আজ এই সার্বজনীন শোকসভায় প্রস্তাব ক'রছি, এখন যিনি বড়বাবু হ'য়ে আসবেন তিনি যেন ওঁর মতই সর্বকালে আমাদের মাইনে বাড়িয়ে দিতে সহযোগিতা ক'রে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হ'ন। আর কিছু বলে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না। সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ!

সাহেব

মিঃ পিনাকী চট্টোঃ এবারে "বড়বাবু স্মরণে" শীর্ষক কবিতা মন থেকে meaning, extempore বলবেন। পিনাকীবাবু, I see,—you are a Kavi!

পিনাকী

(হাস্য) ছোট বেলায় স্যর, হাতে লেখা ম্যাগাজিনে ধারাবাহিক লিখতুম। এখন কেউ মরলে তবেই স্যর 'স্মরণে' কবিতা-লিখি। যাকে বলে, occasional verse, স্যর।

(কেসে গলা পরিষ্কার ক'রবে)

আজকের শোক-সভায় আমি যে কবিতা পাঠ ক'রবো তার নাম "বড়বাবু স্মরণে"—

ওগো বড়বাবু !
দেখিব না তবু
স্মরিছি তোমায়।
কত যে মহৎ ছিলে তুমি—

থেমে পড়বে')

নকুল

সাবাস্। বেড়ে! অনেক দিন পরে একটা সত্যিকারের ভালো কবিতা শুনছি! বড়োবাবুর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা না থাকলে কি আর এতো ভালো কবিতা বেরোয়।

পিনাকী

গদ্য-কবিতার মত হয়ে যাচ্ছে স্তর, একটু জোর পড়ছে।

কত যে মহৎ ছিলে তুমি,
ছিলে আকাশ চুমি!
স্মরিছি তোমায়। (থেমে পড়ল)

ধ্যেৎ! আসছে না ঠিক। বন্ধুগণ, আমার কবিতা আর দীর্ঘ করলুম না। কুমারী সেনকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ ; এই পূর্ববর্তী বক্তা যা বলে গেছেন, এরপর আর কিছু বলবার মতো আমার থাকতে পারে না।

মিস্ সেন

(দাঁড়িয়ে উঠে) না, না। তেমন কিছু আমি—

(মিঃ রয়ের প্রবেশ)

সকলে

মিঃ রয় এসে গেছেন। আসুন, Just in time.

মিঃ রয়

বড়বাবু without notice-এ মায়া ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন, স্যর। এ রকম একটা খবরের জন্যে আজ সত্যি প্রস্তুত ছিলুম না।

সাহেব

মিঃ রয়, You have come at the right moment. এরপর আপনার নাম রয়েছে। আপনাকে বলতে হবে।

জীবন

Yes sir. He must speak something.

সাহেব

হ্যাঁ, তাহলে এবার মিঃ রয় কিছু বলছেন।

মিঃ রয়

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাবার মতো ভাষা আমার জানা নেই। ওঁর বদান্যতা আমাদের সকলের মনকে আকৃষ্ট ক'রেছে।

নকুল

এ আবার কি বলে! এ যে দেখছি সভাপতি তোষণ পর্বের ভূমিকা!

মিঃ রয়

আমাদের সভাপতি মহাশয় যে কত মহান আজকের সৌজন্য দেখে প্রমাণ মিলে যাবে। আজ এই শোকসভা—

জীবন

সার্বজনীন স্মর।

নকুল

মিঃ রয় বে-লাইন ধরলো, দাদা। ওঁকে থামতে বলুন!

মিঃ রয়

সার্বজনীন শোকসভার কারণ না ঘটলে মাননীয় সভাপতি মহাশয়কে আমাদের মাঝে ওতপ্রোতভাবে পেতুম না।

নকুল

থামুন না মিঃ রয়!

পিনাকী

নকুলে, সর্বনাশ করিসনে। মিঃ রয়ের বক্তৃতা কি তোর সহ্য হয় না?

নকুল

ভাইটিকে একটু থামতে বলুন না! বে-লাইন ধরেছে যে!

মিঃ রয়

(অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে) হলফ্ ক'রে বলব আমি, এমন ম্যানেজার সাহেব কোন কোম্পানিতে নেই। চুনোপুঁটি কেরানীদের সংগে আত্মীয়ের মতো মিশেছেন তেমন প্রভু ভূ-ভারতে দেখেছে বলে কেউ বলতে পারবে না। রাশিয়ার যে নাম শুনছেন সেখানেও পাবেন না।

নকুল

বাব্বা!—

মিঃ রয়

I challenge. আমার মন্তব্য অযৌক্তিক বলে প্রমাণ করুন আপনারা কেউ।

নকুল

যথেষ্ট বলেছেন। এখন বসুন। আরো অনেকে বলবেন।

পিনাকী

নকুলে, তোর না ভাল লাগে, কান দিসনে।

মিঃ রয়

অধিকন্তু দোষায়। Mr. President-কে অকপটে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার আসন নিচ্ছি। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

নকুল

(স্বগত) সব শান্তি হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) আমাকে কিছু বলতে দিন, স্যর। (আর্দ্র স্বর) এইবার আমি কিছু বলতে চাই।

সাহেব

প্রোগ্রামে একটু রদবদল করা গেল। নকুলবাবুকে কিছু বলবার সুযোগ দিতে হবে এবার। আচ্ছা নকুলবাবু, আপনি কিছু বলুন এবার।

নকুল

বড়বাবু, বড়বাবু গো! (মেঝের উপর পতন)

সাহেব

What is this!

সকলে

নকুলবাবু মূর্ছা গেছেন স্যর।

সাহেব

(আশ্চর্য ভাব) এ্যাঁ, মূর্ছা! জল, জল। রামশরণ! পানি! ডাক্তারকে রিং করুন। শোকসভা অনিবার্য কারণে বন্ধ থাকল।

জীবন

সার্বজনীন স্যর। আপনি চেম্বারে গিয়ে বিশ্রাম নিন, স্যর! আমরা ওঁকে দেখছি। নার্সিং—নার্সিং চলবে শুধু।

সাহেব

ডাক্তারের খোঁজে আমিই যাচ্ছি। God save him. He is much shocked at heart!

(ম্যানেজার সাহেবের প্রস্থান)

রিপোর্টার

আমিও আসছি পিনাকীবাবু। সংবাদ পাঠিয়ে দেব কাগজে।

পিনাকী

আমার কবিতার একটা সমালোচনা পাঠাবেন। ভুলবেন না যেন।

(রিপোর্টারের হাস্য ও প্রস্থান)

জীবন

নকুল, নকুল! ভালো বিপদেই পড়া গেল এইবার!

(রামশরণ জলের বালতি নিয়ে প্রবেশ ক'রবে)

পিনাকী

জল এসে গেছে। জলের ঝাপটা মারো চোখে।

জীবন

ভিড় ক'রবেন না। নকুল! কিছু হয়নি ভাই। বড়বাবুর timely death হয়েছে। মানুষের হাত নেই ওতে।

পিনাকী

নকুলে, নকুলে! এই ছাখ, সবাই আমরা এখানে। মিস্ সেনও আছেন।

মিস সেন

নকুলবাবু! তাকান। আচ্ছা, এখানে বেশি ভিড় থাকা কি উচিত। একটু হাওয়া আসতে দিন আপনারা।

জীবন

আপনারা এখন আসুন। একটু হাওয়া আসতে দিন।

(হট্টগোল ক'রে সবার প্রস্থান। মাত্র পিনাকী, মিস্ সেন ও জীবন নার্সিং-এর কাজে ব্যস্ত থাকবে।)

পিনাকী

মিস্ সেন ওর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বসুন। কিছু মনে ক'রবেন না, ইতস্ততঃ ক'রবার সময় নয় এটা।

মিস্ সেন

(কোলে নেবে) নকুলবাবু। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখুন তো। আমি, একবার চেয়ে দেখুন।

পিনাকী

জলের ছিঁটে দিন চোখে মুখে। এখনই ঠিক হ'য়ে যাবে।

নকুল

নার্স করুন আপিত্ত নেই, কিন্তু জামা কাপড় ভিজিয়ে দেবেন না। একি মিস্ সেন, আপনি—

পিনাকী

সে কি নকুলে, সব ভেল্কিবাজি! শেষে তুই কিনা—

নকুল

কুমারী সেন, মাফ্ ক'রবেন। কন্ট্রোল না ক'রলে সভা ওরা শেষ হ'তে দিত ভাবেন? সেই জন্যেই তো বাধ্য হ'য়ে—

মিস্ সেন

ধন্যবাদ আপনাকে ? (হাস্য) এখন তা'হলে উঠে বসতে পারবেন কি !

পিনাকী

ওঠ্ শিগগির, নকলে। 'সিন্' ক'রবার জায়গা নয় এটা।

মিস্ সেন

প্রাণে মারবেন না ওকে সত্যি সত্যি। (হাস্য) অসুস্থ আছেন। (নকুল উঠে বসবে) ভিমরি যাবেন না যেন আবার নকুলবাবু।

নকুল

চলুন দাদা, কুমারী সেনও আসুন, ম্যাটিনীর খোঁজ ক'রে আসি। 'বিচিত্রা'তে ভালো ছবি চলছে শুনেছি।

মিস্ সেন

পিনাকীবাবুও আসুন আমাদের সংগে।

(ঘড়িতে বারোটা বাজবে। বড়বাবু অফিসে এসে নিজ সিটে বসে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা টিপলেন।)

বড়বাবু

রামশরণ! রামশরণ! বেটা হাওয়া খেতে বেরিয়েছে কোথায়! রামশরণ—

রামশরণ

(নেপথ্যে) হুজুর ! (প্রবেশ)

বড়বাবু

হুজুর ! কাঁহা শুত রহা ?

মিস্ সেন ও নকুল

দাদা, বড়বাবু ! বড়বাবু এসে গেছেন !

জীবন

আলমারীর পেছনে চলুন।

(আলমারীর দিকে যাবে)

রামশরণ

নেহি বড়াবাবু, হাম হরবকত হিঁয়া রহা।

বড়বাবু

কালি, কলম, পুঁথি, ফাইল কাঁহা সব ?

(পিনাকী ওরা আড়াল থেকে আলাপ ক'রবে)

পিনাকী

দাদা ! কি সাংঘাতিক ব্যাপার !

জীবন

চুপ করুন না ! যতোসব ! আরো যান না ম্যাটিনীতে সিনেমা দেখতে। কাল আর আসবেন না।

মিস্ সেন

এ্যাঁ, চাকুরি যাবে! তারপর! আকুলকণ্ঠে) ছোট বোনকে বাঁচান দাদা। আমার ছোট হু'টি ভাই-বোন রয়েছে!

নকুল

ভূত! নিশ্চয় ভূত হ'য়ে এসেছেন তিনি। নির্জন জায়গায় ভূত চলা ফেরা করে জানি! কিন্তু এখানে এলেন কি ক'রে, এই প্রকাশ্য দিবালোকে—

পিনাকী

(দ্রুত) হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে—

বড়বাবু

ওধার কুরসি কাঁহে?

জীবন

(ব্যস্ত ভাবে) না, মশাই, জলজ্যান্ত বড়বাবু। দিনের বেলায় ভূত চোখে দেখে না, বেরোবে কি!

মিস্ সেন

দাদা! এবার কি উপায় হবে আমাদের!

নকুল

নিজকানে কান্নাকাটি শুনে এলুম—

পিনাকী

(রাগত সুরে) বক্ বক্ রাখো। ফাজিল ছোকরা। মাত্র গেল মাসে একটা মেয়েকে অগ্নি সাক্ষী ক'রে ঘরে এনেছি। এবার কোথায় দাঁড়াবো ? চাকুরিটা খোয়ালে—

বড়বাবু

চুপ কেঁ্যও বল ! এ তোমকো ঘর নেহি ! ইয়াদ হ্যায় ? বাত কেঁ্যও নেহি করতা, বাবুলোগ কাঁহা ? একদিন লেট কিয়া, এছোয়াস্তে এতনা বেইমানি !

রামশরণ

বাবুলোগকা মিটিং থা !

বড়বাবু

মিটিং ! কিসিকা মিটিং ?

রামশরণ

আপ মর গৈ। ওসি খাতির।—

বড়বাবু

ভাগো হিঁয়াসে। ভাগো, যাও।

রামশরণ

গোরলাগি বড়াবাবু।

বড়বাবু

নেহি। ওধার কোন্ ?—

রামশরণ

টাইপিষ্ট মাইজি, জীবনবাবু, পিনাকীবাবু অওর একবাবু।

বড়বাবু

বোলাও সব। অওর কৈ হ্যাঁয় ?

রামশরণ

বাহার মে হোনে সেকে গা।

বড়বাবু

বোলাও সব কইকো।

(আড়াল থেকে বলবে)

জীবন

তলব ক'রবার আগেই যাই চলুন। শ্রীদুর্গা ! শ্রীদুর্গা

মিস্ সেন

প্রাণবল্লভ হরি—জানি না, কি আছে কপালে !

পিনাকী

কালি করালি মা—

(ওদের আসতে দেখে রামশরণের বাইরে প্রস্থান)

মিস্ সেন

দাদা !

পিনাকী ও নকুল

দা-দা !

জীবন

মাভৈঃ। শনৈঃ শনৈঃ আস্থন। গুরু নাম সত্য। নাম সত্য—

মিস্ সেন

নামৈব কেবলম্।

সকলে

নামৈব কেবলম্।

(বড়বাবুব টেবিলের নিকট সকলের গমন)

সকলে

নমস্কার স্তর। আজকে সত্যিই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল বলতে হবে।

বড়বাবু

ক'রছিলেন কি বলুন ? এটা কি বাড়ি পেয়েছেন ? Office discipline—সেটাও কি বলে' দিতে হবে ?

জীবন

স্তর ! আমরা তো ভাবতেও পারিনি যে আপনি—

বড়বাবু

Stop nonsense. আপনি হচ্ছেন main culprit.

মিস্ সেন

ওঁর কোন দোষ নেই স্যর। শুনলুম আপনি দেহরক্ষা ক'রেছেন। আমরা ভাবিনি যে এরকম ভুলও হ'তে পারে।

বড়বাবু

Stop stop stop. মেয়েদের কে যাক্ স্বাধীনতা দেয়!

মিস্ সেন

(জনান্তিকে) মাফ ক'রবেন দাদা। আপনি যা বলার বলুন।

(রামশরণের প্রবেশ)

রামশরণ

বাহারকা বাবুলোগ ভাগনেকো মতলব মে হ্যাঁয়।

বড়বাবু

ফটক বন করো।

রামশরণ

আচ্ছা হুজুর। [প্রস্থান

বড়বাবু

আমার new recruits দরকার। জীবনবাবু, অন্য কোন পথ দেখুন।

পিনাকী

নক্‌লে বলেছে স্যর নাকি মর্গে গেছেন।

বড়বাবু

নকুলবাবু is still a temporary hand.

পিনাকী

দাদার মানে জীবনবাবুর কি দোষ দেখলেন স্যর।

বড়বাবু

আপনিও ডিস্‌মিসাল অর্ডার পাবেন। মিস সেন সম্বন্ধে সাহেবের কাছে নোট যাচ্ছে।

মিস সেন

পথে বসাবেন না, স্যর। দু'টি ছোট ভাই-বোন রয়েছে!

বড়বাবু

No excuse স্ত্রীলোক বলে' খাতির করা যায় না!

জীবন

আমার case টা? জানেন তো স্যর, I am as old an employee as the office itself.

বড়বাবু

Stop. আপনার কথা শুনলে গা জ্বালা করে।

জীবন

এতকাল আপনার সেবা ক'রে—

বড়বাবু

অফিসটা আর আমার জমিদারী নয়; অফিসের কাজে আপনারা এতোকাল ফাঁকিই দিয়ে এসেছেন! তার প্রমাণও র'য়েছে!

জীবন

সে যদি হ'য়ে থাকে, সে অজ্ঞানে ক'রে থাকবো। আপনি দয়াময়। আপনার কাছে মার্জনা প্রত্যাশা করি আমরা।

বড়বাবু

হুঁ! তরতাজা মানুষটিকে মনে মনে মেরে জাঁক ক'রে শোকসভা ক'রতে লজ্জা হওয়া উচিত ছিল!

জীবন

সার্বজনীন, স্যর! একটা wrong information পেয়ে—

বড়বাবু

Stop. মিস্ সেন, আপনি সাহেবের nominee. এ কথাটা বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন!

নকুল

মিস্ সেনের কোন ক্ষতি ক'রতে পারেন না, স্যর! আমার নামটা বরং muster roll থেকে কেটে দিন—

বড়বাবু

Don't bother now. (টেবিল চাপড়াবেন)

পিনাকী

(জনান্তিকে নকুলের দিকে You murder every thing. শোন্ নকুলে, প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা ঢের বার ঢের সময় হবে !

নকুল

বিনা দোষে মিস্ সেনের সাজা হবে, সে কি কথা !

পিনাকী

Brother, you forget, our Burra Babu can't wound the fair sex in any case. ও guaranteed জেনে নিতে পারিস্। সুন্দরীদের গায় আঁচটি লাগবে না।

বড়বাবু

মিস্ সেন, চুপটি ক'রে আছেন ! কথার উত্তর দিন।

মিস্ সেন

অনাথিনী ক'রে পায়ে ঠেলবেন না স্যর।

বড়বাবু

কারা conspiracyতে ছিল বলুন তো ? জীবনবাবু, আর—

জীবন

আমি innocent. মিস্ সেন বলবেন।

বড়বাবু

Stop. স্ত্রীলোকের জবানীতে আপনার কৈফিয়ৎ দিতে লজ্জা হওয়া উচিত ছিল।

জীবন

এদ্দিন আমাদের লালন পালন ক'রছেন—

মিস্ সেন

দাদার মোটেই কোন দোষ নেই স্তর।

বড়বাবু

ঐ দাদাটিই সবাইকে ইঁচড়ে পাকিয়েছেন।

নকুল ও পিনাকী

এবারে ক্ষমা করুন স্তর। We beg to be excused.

পিনাকী

আপনারও ছেলেপিলে আছে স্তর—অন্যায় ক'রে ফেলেছি—

বড়বাবু

ছেলেপিলে বাপকে জ্যান্ত মারে কখনো?—

(বাইরে ভীষণ হল্লা হবে। রামশরণের চীৎকার। "মরগিয়া, মরগিয়া বড়াবাবু!")

সকলে

হল্লা কিসের, স্তর? রামশরণ ওরকম ক'রছে কেন?

(রক্তাপ্লুত মাথায় রামশরণের প্রবেশ)

রামশরণ

(ক্রন্দন) খুন, খুন। মর গিয়া হাম্, বড়াবাবু!

বড়বাবু

কেয়া ? কেয়া হুয়া ?

রামশরণ

বাবুলোগ। বাবুলোগ !

বড়বাবু

বাবুলোক কেয়া ?

রামশরণ

হাঁ হুজুর। হাম যব গেটমে তালা লাগানে গিয়া, সো বকত এক বাবু এত্তা বড়া পাত্থর ফেঁক রহা।

বড়বাবু

পাকরো বাবুকো। কাঁহা গিয়া উন্ লোক ?

রামশরণ

ভাগ্ গিয়া হুজুর।

জীবন

ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবো, স্যর !

বড়বাবু

বাঘ দেখেছেন কিনা তাই বলুন ?

জীবন

আজ্ঞে ? বাঘ ?

বড়বাবু

হ্যাঁ, হ্যাঁ! বাঘ দেখেছেন কখনো?

জীবন

আজ্ঞে হ্যাঁ!

বড়বাবু

আজ্ঞে হ্যাঁ! বাঘের ডাক শোনেন নি, শুনেছেন?

জীবন

আজ্ঞে না স্তর। হ্যাঁ, তবে শুনেছি বাঘ নাকি 'হালুম' 'হালুম' করে।

বড়বাবু

আচ্ছা বেশ! এখন পুলিশ ডেকে সবকটাকে 'হাণ্ডকাফ্' পরিয়ে ছাড়ছি। Strong conspiracy. Hooligans. No better than Hooligans!

রামশরণ

বহুত দরদ বড়াবাবু। ডাংদার সাবকা পাস—

বড়বাবু

ম্যানেজার সাব কাঁহা?—

রামশরণ

নকুলবাবু ফিট্ হোয়া রহা, তব্ ডাংদার লে আনেকো বাহার গিয়া। (বাইরে মোটরের হর্ণের শব্দ) আগিয়া ম্যানেজার সাহাব।

(ডাক্তার ও ম্যানেজার সাহেবের প্রবেশ)

সাহেব

ডাক্তার সিনাকে নিয়ে এলুম জীবনবাবু। নকুলবাবু দেখছি এরি মাঝে ভাল হ'য়ে উঠেছেন। How funny! রামশরণ, তোমকো শিরসে খুন কাহেকো নিকালতা! Again all absurdities!

বড়বাবু

Good morning Sir, আপনি নিজচক্ষে দেখলে বিশ্বাস ক'রবেন, কি সব ঘটছে আজকাল অফিসে!

রামশরণ

বহুত দরদ সাব।

সাহেব

ডাক্তার সিনা আপাতত ওর একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন। বড়বাবুর আবির্ভাব কি ক'রে! শোকসভা হয়ে গেল—রহস্য কোথায় বলুন তো?—

বড়বাবু

ওদের Black book রেডি হচ্ছে স্যর। একটা conspiracy ক'রেছিল ওরা সবাই মিলে।

ডাক্তার

(হাস্য) আপনাদের বড়বাবু পুনর্জীবন পেলেন। সভ্য জগতে বিজ্ঞানের সাহায্যে মরা মানুষ বাঁচাবার গবেষণা হচ্ছে অবিশ্যি! এসো, রামশরণ তোমাকে দেখছি।

সাহেব

আর বলেন কেন? ফোন ক'রতে রায়বাহাদুর জানালেন রণধীরবাবু মারা গেছেন। বয়েস পর্যন্ত বললেন বড়বাবুর যা বয়েস ঠিক তাই বললেন।

বড়বাবু

Heavy influx. ঘরবাড়ি পাচ্ছিল না, ground floorটা ভাড়াটেকে দিয়েছিলুম। সে অন্য এক রণধীরবাবু।

সাহেব

(হাস্য) বলেন নিতো সে কথা কোনদিন, further enquiry করতুম।

নকুল

অফিসে আসবার কালে কান্না শুনতে পেয়েছি তো স্যর!

বড়বাবু

আপনি বিচার করুন স্যর! আমি মরিনি, উনি কান্নাকাটি শুনেছেন।

রামশরণ

বহুত দরদ ডাংদার বাবু !

ডাক্তার

বেশতো মজার ঘটনা। ঘাবড়াও মাত। ব্যাণ্ডেজ হো গিয়া।

(ব্যাণ্ডেজ শেষ হলে ছেড়ে দেবেন।)

সাহেব

বুঝলেন Dr. Seine শোকসভাটা ওরা—

জীবন

আজ্ঞে সার্বজনীন স্যর।

সাহেব

হ্যাঁ, সার্বজনীন শোকসভায় প্রত্যেকে ওঁরা বড়বাবুর সুখ্যাতি গেয়েছেন। নকুলবাবু মনেপ্রাণে more shocked. কি এক বিপদ যে গেছে। In a sense guilty কিন্তু আমিই হ'ব। আমার permission ছাড়া—

বড়বাবু

স্যর, সে আপনি কেন দোষ ঘাড়ে নেবেন স্যর ! আমারই অন্যায় হ'য়েছে। একশ' বার হ'য়েছে। ভাড়াটে বসিয়ে বিপদ। পীরিত্তির বড় জ্বালা। এ-দুর্যোগের সময় ওদের দেখাশুনো ক'রে

অফিসে আসতে late হয়ে গেল। যা হবার হ'য়েছে। Culpritকে ক্ষমা ক'রবেন। আপনি সভাপতি ছিলেন, সে ক্ষেত্রে আমার মরাই উচিত ছিল স্যর।

সাহেব

শতায়ু লাভ করুন। আপনার দীর্ঘ জীবন সকলেরই কাম্য।

সকলে

হ্যাঁ, স্যর। ভগবান ওঁকে দীর্ঘজীবী করুন।

বড়বাবু

Stop. আপনাদের ন্যাকামো সহ্য হয় না। রামশরণ, রোপেয়া লেও, মিঠাই অওর চা পানি—ডাক্তারবাবু প্রধান অতিথি হবেন।

ডাক্তার

মধুরেণ সমাপয়েৎ। জানেনই তো, ডাক্তার মানুষ পেটুক হয়—চায়ের নিমন্ত্রণ ফেলে এখন চট ক'রে যাবনা ভয় নেই।

সকলে

পদধূলি দিন বড়বাবু। আপনি আমাদের নমস্য।

(পদধূলি গ্রহণ)

বড়বাবু

আ হা হা! থাক্ থাক্।

সকলে

স্যর বাঁচলে আমাদের নাম।

বড়বাবু

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঢের হ'য়েছে এবার। মিষ্টি মুখ ক'রে যাবেন।

ডাক্তার

Comedy at its highest pitch.

সাহেব

বটেই, all well that ends well. চলুন সবাই বাইরে বসছি, মিস্ সেনের গানও সেই সংগে –

জীবন

চেয়ারগুলো আমরা নোব, স্যর !

সাহেব

রামশরণ, কুরসি ওধারমে লে যাও। আসুন মিস্ সেন।

[ধীরে পট পরিবর্তন হবে।]

চার

(জীবন চৌধুরীর বাড়ি। সন্ধ্যা প্রায় হ'য়ে এসেছে। রত্নাকে বারান্দার এক কোনে তুলসী মঞ্চাধারের পাশে বসে গুনগুনিয়ে নাম কীর্তন ক'রতে শোনা যাবে। সামনেই একখানা থালায় সামান্য কিছুটা মিষ্টি আর ফল-মূল সাজানো রয়েছে। প্রদীপ, ধুনচি, পুজোর এইসব আনুসংগিক উপকরণ কাছেই রয়েছে।)

রত্না

(মাথায় হাত ঠেকিয়ে) ঠাকুর, হরি দয়াময়, ভালয়-ভালয় ওঁকে বাড়িতে আসতে দাও। আজ যে-ভাবে অফিসে গেছে, সাত তাড়াহুড়োর মাঝে, কোনো সর্বনাশ না ঘটিয়ে বসে!

(জীবন, নকুল, মিস্ সেন হঠাৎ ঘরের ভেতর পাশের দরজা দিয়ে ঢুকতেই একটা গোলমাল হ'তে থাকবে।)

জীবন

আসুন, কুমারী সেন। নকুল, পিনাকীবাবু, বসুন আপনারা। (অদূরবর্তিনীকে লক্ষ্য ক'রে) তুমি কোথায় গেছ, কারা সব এসেছেন ছাখো এসে।

[মাথার ওপর শাড়ির আঁচলটা তুলে দিয়ে বত্না ভেতর থেকে জীবনকে দেখতে পেয়ে এক রকম আশ্চর্য হল।]

রত্না

ওগো! কোন্ সর্বনাশ ডেকে এনেছো! অবেলায় কোনদিন বাড়িতে ফেরনি! আজকে নিশ্চয় কোন অঘটন ঘটিয়ে বসেছো। (কান্নার সুরে) দেখি তোমার পা, কোথায় রক্তপাত হ'ল? মোটরের নিচে পড়েছিলে? তোমাকে নিয়ে আর পারবো না। (নত হ'য়ে লক্ষ্য ক'রবে) কি কপাল নিয়েই না জন্মেছিলুম।

পিনাকী

উতলা হবেন না, বৌদি! ভাগ্যের জোর ওঁর ছিল, বেঁচে গেছেন এবারের মতো।

[রত্না মাথার ওপরের শাড়িটা আরো খানিকটা নামিয়ে দিয়ে মুখটা সম্পূর্ণই ঢেকে নিস্তব্ধ হ'যে দাঁড়িয়ে থাকবে।]

জীবন

(রত্নার ঘোমটা সরিয়ে দেবে) না বাপু! একেবারেই সেকেলে স্বভাব। মোটেই ভালো লাগে না আমার। এই ছাখো লোকজন কারা সব এসেছেন। ছাখো কুমারী সেনও রয়েছেন এঁদের সংগে। এঁরা সবাই আমার অফিসের সহকর্মী।

মিস্ সেন

আমাদের সবার অদৃষ্টে আজ সার্বজনীন ফাঁড়া লেখা ছিল, বৌদি। আমাদের অফিসের ইতিহাসে এরকমটি আর কখনো হয়নি।

রত্না

(জনান্তিকে জীবনের দিকে তাকিয়ে) ওঁকেতো চিনতে পারছিনে! তোমার বোন-টোন কেউ!

জীবন

কুমারী সেন, আমাদের অফিসে কাজ করেন। তা বোন হবেন বইকি, আমি যদি বোন পেয়ে থাকি তা হলে তুমিও ননদ পেলে। হেঁ হেঁ হেঁ! (মিস্ সেনের দিকে তাকিয়ে) আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে? বসুন। গরিবের বাড়িতে যখন দয়া ক'রে—

মিস্ সেন

ব্যস্ত হবেন না। এইতো বেশ আছি।

জীবন

বাচ্চাগুলো সব কোথায়, দেখছিনা একটাকেও! এরকমতো কখনো হয়নি! (উচ্চকণ্ঠে) এই পিন্টু, এই হাবুল, তোরা সব গেলি কোথায়?

রত্না

ওদের ছোটো মামা এসে বেড়াতে নিয়ে গেল। গঙ্গার ধার দিয়ে নাকি বেড়িয়ে আসবে।

জীবন

যাক, ভালোই হ'য়েছে। ছেলে-পিলেগুলো উপস্থিত থাকলে গোলমাল ক'রে আরো অস্থির ক'রে তুলতো। বুকটার ভেতর ধপাস্-ধপাস্ শব্দ এখনো কমেনি, এই দেখুন কুমারী সেন, কেমন শব্দ হচ্ছে!

মিস্ সেন

(হাস্য) বৌদিকে দাদার কাণ্ডটা বলে নেই। বৌদি, শুনেছেন! দাদা অফিসে আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন! আমাদের ভাগ্যে যে-কোন অঘটনই ঘটতে পারতো! নকুলবাবু—

পিনাকী

Yes, Nakul was solely responsible for that! রাসকেলটা যে এতো ভুয়ো খবর নিয়ে আসবে তাকি কেউ ভেবেছিল।

নকুল

মিস্ সেন, আপনি দয়া ক'রে আমার পক্ষে দু'টো কথা বলবেন। আপনি তো জানেন ম্যানেজার সাহেব নিজেই ফোন্ ক'রে খবরটার সত্যতা যাচাই ক'রে নিয়েছিলেন?

পিনাকী

ঢের হ'য়েছে। আবার বাড়াবাড়ি করছিস্ কেন? এতো বড় একটা যা-তা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছিস্, মিস্ সেন তোকে রক্ষা ক'রবেন কি ক'রে?

নকুল

না, মানে, মিস্ সেন আমাকে disoblige ক'রতে পারেন না। উনিই আমার একমাত্র জাগ্রতা সাক্ষী। প্রাণদান ক'রেছেন আমার, এখন সে-প্রাণ রক্ষার দায়িত্বও ওঁর।

মিস্ সেন

আপনাকে প্রাণে বাঁচাতেই যদি পারলুম, আপনার পক্ষে দু'টো কথা বলায় আমার কোন ক্ষতিই হবে না।

পিনাকী

হুঁ! কালে-কালে কতো আরো দেখবো। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে) যাকে বলে, A man proposes, another man disposes.

নকুল

আপনাকে সাক্ষী মানছি, মিস্ সেন। Information-টা না হয় আমার মুখ থেকেই হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জীবনদা নিজে ওতে ফলাও ক'রে political colour চড়িয়ে একটা অনর্থের সৃষ্টি ক'রলেন। মিস সেন, আপনি দয়া ক'রে বলুন না প্রকৃত ঘটনা!

মিস্ সেন

তাইতো, একটা মস্ত obligation-এর ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল। বৌদি কি মনে ক'রবেন, দাদার বিরুদ্ধে কিছু বললেও ভাল দেখায় না, অথচ দাদা আজ সভাটা যা জমিয়েছিলেন তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রার আর বাকিও নেই।

জীবন

শুনলে তো। (হাস্য) জন্মলগ্নে তোমার বৃহস্পতি ছিল গিন্নী, নেহাৎ তাতে ক'রে অক্ষত দেহে বাড়ি ফিরেছি এ যাত্রায়।

মিস্ সেন

নকুলবাবুর কষ্ট দেখে আমার ভারী কষ্ট হ'য়েছিল, দেখছেন তো বৌদি, ঐ কচি বয়েস নকুল বাবুর, আজ যমের বাড়ি ঘুরে এসেছেন উনি। আমাদের নেহাৎ অদৃষ্ট ভাল তাই ওঁকে ফিরে পেয়েছি আমাদের সবার মাঝে।

জীবন

সত্যি কথাই বলেছেন, কুমারী সেন। আর বিশেষ ক'রে আপনি-ই তো ওর প্রাণদাত্রী। You have given him the very essence of life.

নকুল

মিস্ সেন আমার জন্যে যা ক'রেছেন, সে ঋণ জীবনে শোধ ক'রতে পারবো না। যুগে যুগে হয়তো থেকে-থেকেই মনে পড়বে একথা। সেই যে কবি বলেছেন—'যুগ যুগ ধরে—'

মিস্ সেন

না, না, নকুলবাবু! তেমন আর কি ক'রতে পেরেছি আমি।

পিনাকী

হুঁ! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উচ্চকণ্ঠে বলবে) বলে নে ভাই যতো পারিস এ বেলায়।

জীবন

ভালো ক'রে হরির লুট দাও গিন্নী। শুনলে তো সব এখন, বোঝ কি বিপদই না গেছে! আমি বরং চট ক'রে একবার দোকানটা ঘুরে আসি ততোক্ষণ।

মিস্ সেন

(জীবনের হাত ধরে) আপনি বসুন, দাদা! খামকা আবার ছুটেছেন কোথায়! ঘরের যা রয়েছে তাই দিয়েই হ'য়ে যাবে এখন।

[ওরা সবাই মিলে মেঝের উপরে বসবে। নকুল পিনাকীর পাশ কেটে মিস্ সেনের পাশে গিয়ে বসবে। রত্না তুলসী মঞ্চাধার, প্রদীপ ইত্যাদি সেখানে উপস্থিত ক'রবে।]

পিনাকী

মিস্ সেন একটা কীর্তন ধরুন—

(এরপর নাম কীর্তন চলবে।)

নকুল

(আশ্চর্য্য হ'য়ে) জীবনদা! একি দে-খ্-ছি !! একে সেই—

সকলে

এ্যাঁ!

(কীর্তন থেমে গেল)

জীবন

আবার এখানে সশরীরে উপস্থিত দেখছি !!!

(বড়বাবুর প্রবেশ)

মিস্ সেন

(চোখ ভাল ক'রে মুছে নিয়ে তাকাবে।)

বড়বাবু

হ্যাঁ ! আমি। আমাকে এখানে আসতে হ'লো, মিস্ সেন।

জীবন

(ভয়জড়িত কণ্ঠে) আমরা স্তর quite pure, গা ঢাকা দিয়ে এখানে conspiracy ক'রছি, সে-রকম কোন চিন্তা দয়া ক'রে মনে ঠাঁই দেবেন না। নাম কীর্তন ক'রছিলুম। Out side office-এ আমাদের মেলা-মেশা ক'রাটা আইন বিরুদ্ধ কাজ এ কথাটা আপনি একবার বলেছিলেন বটে ; কিন্তু মনে ছিল না বলেই—

পিনাকী

স্তর, জীবনদার মিথ্যে বলবার মোটেই অভ্যেস নেই। বিশেষ ক'রে আপনার সামনে তো স্তর একেবারেই—

জীবন

স্তর, আপনি বসুন। ও গিন্নী। বলি বিপদের ওপর বিপদ স্তূপ হ'য়ে এসে পড়ছে, এখন স্বামীর পাশটাতে এসে দাঁড়ালে কি হয়! লজ্জার তোমার নিকুচি ক'রেছে। উনি আমাদের

বড়বাবু। সবার বড়। মাপ ক'রবেন স্যর; যদি কিছু মনে না করেন, বলছি, আমার গিন্নীর আবার বড় সংকোচ স্বভাব!

বড়বাবু

হরি সভায় formality-র বালাই রাখবেন না। আপনারা সবাই যখন মিলেছেন, আমি এসে—

জীবন

তা বিলক্ষণ, স্যর। একটু বিপদে পড়েছিলুম; তা আজ ফাঁড়া কেটে যাবার পর একটু নাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা ক'রেছি।

বড়বাবু

বিপদ আজ আমারো গিয়েছে! বয়েস নাম-ধাম সবকিছু মিলে গিয়েছিল, মৃত্যু, সে আমারো হ'তে পারতো তাতে আর আশ্চর্য কি ছিল!

জীবন

হ্যাঁ, স্যর! সে হ'তেই তো পারতো! সেই যে বলে, Death takes a holiday. আপনার বেলাতেও আজ হ'য়েছে তাই।

বড়বাবু

শ্রীহরি নেহাং রুখেছেন মৃত্যুর হাত থেকে!

জীবন

অতি সত্যি কথা! কার কখন কি হবে বলা যায় না। Man is mortal, এটাতো Logic-এর একটা simple proposition. ওগো গিন্নী শুনেচো, একবারটি এদিকে এসোই না।

বড়বাবু

বাস্ থেকে নেমে এ-গলি দিয়েই আজ বাড়িমুখো যাচ্ছিলুম, ঠাকুরের নাম শুনে ঢুকে পড়লুম। ভাবলুম মনটা বড়ই নরম রয়েছে। যাই একটু নাম কীর্তন শুনে আসি।

জীবন

কুমারী সেন, তা হ'লে ধরুন না একটা কিছু। ওঁকে একটু শোনাতে হবে বৈকি !

রত্না

কেমন ধারার মানুষ গো তুমি। মনিবকে দাঁড় করিয়ে রেখেছো, ওঁকে বসতে বলো।

জীবন

স্যর, দাঁড়িয়ে রইলেন, আমার স্ত্রী বলছিলেন আপনাকে বসতে। একটু বসবেন কি স্যর ?

বড়বাবু

হ্যাঁ, বসব বৈকি। হরি হে তুমিই ভালো জান।

পিনাকী

(বড়বাবুর দিকে ঘাড়টা ফিরিয়ে মিনতির সুরে) আমি কিন্তু স্যর গান তেমন জানিনে। বড় বড় সভা-সমিতিতে যা মাঝে-মাঝে নিজের রচনা থেকে আবৃত্তি ক'রে থাকি। যাগগে, পরে শুনবেন আমার কবিতা।

মিস্ সেন

(হাস্য) নিশ্চিত হ'য়ে ঠাকুরের নামটা নিতে দিন মিঃ চট্টো।

রত্না

(জনান্তিকে বড়বাবুর দিকে) আমার স্বামী বড় ভীতু। আপনি ওঁর দিকে একটু নজর রাখবেন, দেরী ক'রে অফিস থেকে ফেরেন, দুশ্চিন্তায় দিন কাটাতে হয় আমাকে !

জীবন

কি যে সব বল ! উনি আর দেখছেন না বুঝি ! ছাপুষ্যির ভাত কাপড় ওঁর দয়া না হ'লে কোথা থেকে আস্‌তো, শুনি !

বড়বাবু

ঠাকুরের কৃপা। আমরাতো নিমিত্ত মাত্র। মিস্ সেন, পাপীকে নাম কীর্তন গেয়ে শোনাবেন। যদি—

জীবন

আপনারা বসুন।

নকুল

মিস্ সেনের দিকটাতে বসি।

মিস্ সেন

নকুলবাবু, আমার সংগে কিন্তু আপনাকে না গেলেই চলবে না।

পিনাকী

বাব্বা ! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) এদিকেও সার্বজনীন !

(মিস্ সেন কীর্তন সুরু করা মাত্র বড়বাবুর চোখ বুজে আসবে। সবাই গানে যোগ দেবে। বড়বাবু তাল রাখবেন। তারপর হঠাৎ মূর্চ্ছিত হ'য়ে ঢলে' পড়বেন।)

মিস্ সেন

দাদা হঠাৎ একি হ'লো !

পিনাকী

দেখি pulse. (নাড়ী পরীক্ষা ক'রতে থাকবে) স্পন্দনও টের পাওয়া যাচ্ছে না তো !

রম্ভা

হায়, একি ঘটলো আমার বাসায় ।

নকুল

বড়বাবু সমাধিস্থ হ'লেন বোধ হয় ।

জীবন

Stop your nonsense. ডাক্তারকে খবর দিতেই হবে ! এখনই ছুটতে হবে । পিনাকীবাবু, আপনি---

পিনাকী

হ্যাঁ, আমি এখনই ডাক্তার নিয়ে আসছি ।

[প্রস্থান

জীবন

ধরাধরি ক'রে বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে । আপনিও একটু ধরুন কুমারী সেন । গিন্নী, তোমাকেও আসতে হয় । না, না, । ইস্তুতত: ক'রবার সময় নেই ।

নকুল

হ্যাঁ, ধরুন আপনারা সবাই । মিস্ সেন আমরা পায়ের দিকটা ধরছি ।

[সবাই ধরাধরি ক'রে বড়বাবুকে বিছানায় শুইয়ে দেবে । নানা ভাবে সবাই পরিচর্যায় ব্যস্ত এমন সময় ধীরে যবনিকা নেমে আসবে ।]